‘লাল মানে ডেঞ্জারাস, এই গাড়ি চলেও ডেঞ্জারাস’

স্পট : টেকনাফ

লিখেছেন **শহীদুজ্জামান রাজ** ছবি : **রুহুল আমিন চন্দন**

সন্ধ্যা ছয়টা প্রায় ছুঁই ছুঁই। কক্সবাজার বাস টার্মিনাল। অনেকগুলো বাস, এলোমেলো। আমাদের গন্তব্য টেকনাফ। টার্মিনালের লোকজনের হাঁকডাক শুনে তো তালগোল পাকানোর অবস্থা। গাড়ির মধ্যে আবার লাল নৌকা এলো কোত্থেকে! গাড়ির হেলপার হারুন। তাগড়া যুবক। ‘আচ্ছা ভাই গাড়ির নাম লাল বোট কেন?’ ‘লাল মানে ডেঞ্জারাস। এই গাড়িও ডেঞ্জারাস চলে। ননস্টপ। কোলোজ ডোর। কোনো বেরেক দেয় না। এই জন্য লাল বোট রাখা হইছে।’ হারুনের উত্তর। বন্ধু চন্দনকে নিয়ে আশ্রয় নিলাম ১৪৩ নং লাল বোটে। চল্লিশ আসনের সেমি চেয়ার কোচ। সোয়া ছয়টায় যখন ড্রাইভার লাল বোট ছাড়লেন, তখন আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। ঝুপঝুপ বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি এগিয়ে চলছে।

রাত ৯.০০ : রাতের আঁধার ঠেলে হঠাৎ আলোয় এসে পড়লাম। গাড়ি থামলো হোটেল শেরাটনের সামনে। কন্ডাক্টর হাঁক দিলেন আইসা পড়ছি ভাই। গাড়ি থেকে নেমেই টের পেলাম বাজার বেশ জমজমাট। স্ট্যান্ডে অনেকগুলো কোচ দাঁড়ানো। রাস্তার ডান পাশে লরি ট্রাক। রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা বেশ। একটু এগুতেই টেকনাফ বাজারের চৌরাস্তা। রাস্তা কাদা-পানিতে অনেকটা ডুবে আছে। দোকান পাটে কেনাকাটার ভিড়। হোটেল এবং চায়ের দোকানে লোকজন আড্ডা মারছে। মধুবন কনফেকশনারির সামনে এক বয়স্ক লোককে জিজ্ঞেস করলাম– রাতে থাকার ভালো হোটেল কোনটি? বাম দিকে হাত নেড়ে দেখিয়ে বললেন, ‘সম্রাট অথবা নাফ দুইডাই

এই নির্মল হাসি হয় কী কখনো বাসি

পাহাড়ের বুকে জেগে ওঠা বৌদ্ধ বিহার

ভালো। নিজেরা দেইখা ঠিক করেন কোথায় থাকবেন।'

৯.৩০ : হোটেলের সন্ধানে ঘুরছি। চৌরাস্তা থেকে একটি রাস্তা সোজা পূর্ব দিকে চলে গেছে। রাস্তার দু'পাশে দোকান। বেহাল রাস্তায় কাদার স্তূপ জমে আছে। চার পাঁচটি দোকান পেরুতেই পেয়ে গেলাম হোটেল সম্রাট আবাসিক, দুইতলা। গ্রাউন্ডে চৌধুরী মার্কেট। দোকানগুলোতে তেমন ভিড় নেই। দোকানদাররা আড্ডা দিচ্ছে। সম্রাট হোটেলের রুম পছন্দ হলেও আমরা নেমে এলাম হোটেল নাফ দেখবো বলে। হোটেল সম্রাট থেকে ২০০-৩০০ গজ দূরেই হোটেল নাফ। টেকনাফের সবচেয়ে বড়ো হোটেল। এই হোটেল রুম পছন্দ হলো না। তাছাড়া হোটেল সম্রাট মেইন রাস্তার কাছেই হওয়াতে আমরা শেষমেশ থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

১০.৩০ : সম্রাট হোটেলের সামনে শুকতারা হেয়ার ড্রেসারের সামনে টিভিতে এমটিভি চলছে। সাত-আটজন লোক তা দেখছে একমনে। রাতের খাবার খেতে নিচে নেমেছি। চৌরাস্তায় পৌঁছে অবাক হলাম! ঢাকা শহরের মতো দোকানপাটে কেনা-বেচা হচ্ছে। ফলের দোকানগুলোর সামনে ক্রেতাদের ভিড়। রাস্তার পাশে অনেকগুলো ট্রাক ভিড় করে আছে। রাস্তার পশ্চিম পাশে চিটাগাং হোটেলে প্রবেশ করে স্পষ্ট হলো এর সুনামের কারণ। হোটেলের প্রায় সব টেবিলই পূর্ণ।

১১.০০ : টেকনাফ ফিলিং স্টেশন। স্টেশনের সামনে তিনটি ট্রাক এলোমেলো পার্ক করা। রাস্তার পাশে ট্রাকে সামুদ্রিক মাছ তোলা হচ্ছে। জেলে আর মহাজন মিলে হৈ হল্লা জুড়ে দিয়েছে। রফিক নামের এক মহাজনের কাছেই জানা গেল মাছগুলো চিটাগাং পাঠানো হবে।

১২.০০ (রাত) : চৌরাস্তার ফলের দোকান গুটিয়ে নিচ্ছেন দোকানি। মধুবন কনফেকশনারিতে তখনও চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছে ৩-৪ জন। মুদি দোকানগুলো বন্ধ করা হচ্ছে। ঢাকা লাকী সেলুন, শুকতারা হেয়ার ড্রেসারে লোকের ভিড় আগের মতোই। দু'একটি রিকশা চলছে এদিকে সেদিক।

৭.০০ (সকাল) : হোটেলের সামনের মুদি দোকান খেলা হচ্ছে। চৌরাস্তা ফলের দোকান আবার সাজানো হচ্ছে। রাস্তায় রিকশার আনাগোনা, টুংটাং। বাস আর ট্রাকের হুইসেল। মানুষজন ব্যস্ত ছুটছেন এদিক সেদিক। নীল রঙের পুরনো জিপ ভরে বরফ আনা নেওয়া চলছে। চৌরাস্তা এখন মহাব্যস্ত রাস্তা।

৮.০০ : টেকনাফ খাল। স্থানীয় লোকদের ভাষায় নাফ খাল। সারি সারি সাম্পান ভিড়ে আছে। সাগরে মাছ ধরার ট্রলার আছে। মাছ ব্যবসায়ীরা অপেক্ষা করছে মাছের আশায়। খালের পাশেই মাছ রাখার বড় বড় হিমাগার। তার সামনেই ভিড় করে আছে ব্যবসায়ীরা। খালের পাশেই বাজার। দোকানে আড্ডা জমিয়ে বসেছে অনেকে।

১০.০০ : বার্মিজ মার্কেট। অধিকাংশ দোকানই খোলা হয়েছে। কাস্টমার হাতে গোনা। ভেতরে ঢুকতেই দোকানিরা ডাকতে শুরু করলো, 'আমার এখানে দ্যাহেন ভাই, কী লাগবে?' মার্কেটে কারেন্ট নেই। ভ্যাপসা গরম। প্রতি দোকানে সাজানো হরেক রকম জিনিস। গামছা থেকে শুরু করে দামী ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র। প্রায় সবই বার্মা থেকে আসা। আলোর অভাবে কয়েক দোকানে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে।

১১.০০ (দুপুর) : টেকনাফ পান হাট। মেইন রাস্তার দু'পাশে বড় বড় বাঁশের খাঁচায় সাজানো পান। পান ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের ভিড়। আজ হাটবার। বুধবার এবং রবিবার এ দু'দিন হাট বসে এখানে। পান কেনা বেচার সে এক অন্যরকম দৃশ্য। পানগুলোর আকার ছোট। আবুল নামের মাঝবয়সী এক ব্যবসায়ী জানালেন, এগুলো ঝাল পান। লেংগুরবিল এলাকা থেকে পান বিক্রি করতে এসেছেন পান

বার্মিজ মার্কেটে জিনিস পাওয়া যায় কম দামে

টেকনাফের সবচেয়ে ভালো খাবার হোটেল চিটাগাং- 'সার্ভিস ভালো ভিড় বেশি'

চাষী সৈয়দ আহমেদ। তার জমির পরিমাণ ৫০ কড়া। আজকের হাটে সে ৩০ বিড়া পান এনেছে। বিক্রি করে সর্বোচ্চ পাওয়া যাবে ১০০০ টাকা। মাসে খরচ-টরচ দিয়ে সংসার চলে কোনো রকমে। তিনিই জানালেন লেংগুর বিল এলাকার লোকজনই বেশি পানের বরজের মালিক। হাটে ভিড় বেড়েছে। সূর্যের তেজও বেড়েছে।

১১.৩০ (দুপুর) : একটু পরই আর্জেন্টিনা বনাম সুইডেন খেলা। বিশ্বকাপ খেলা দেখানোর জন্য টেকনাফের রাস্তার মোড়ে মোড়ে বানানো হয়েছে অস্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ। এমনই এক প্রেক্ষাগৃহ, নাম থ্রি স্টার। তিন বন্ধু মিলে এটি দিয়েছেন। আমাদের দর্শক ভেবে একজন বললেন, আসেন ভাই স্পেশাল ডিসি টিকিট লন। আর্জেন্টিনার খেলা ভাই। তাদের হাতে হলুদ কাগজে ছাপানোর টিকিট। প্রতিটি দশ টাকা। আমাদের পরিচয় পেয়ে ভড়কে গেছেন আয়োজকরা। আশ্বস্ত করলাম কোনো সমস্যা হবে না। পরে আগ্রহ নিয়ে জানালেন পুরো আয়োজন করতে তাদের ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। চোখে-মুখে শংকা নিয়ে একজন জানালেন, 'ভাই আর্জেন্টিনা আউট হইয়া গেলে আমাদের ব্যবসাও আউট হইয়া যাইব।'

আসেন ভাই, দশ টাকায় ডিসিতে আর্জেন্টিনা- 'পয়সার বিনিময়ে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রদর্শনীর প্রেক্ষাগৃহ'

১২.০০ : রিকশা ঠিক করলাম নাফ নদী দেখতে যাবো। টেকনাফ শহর থেকে আধ ঘণ্টার পথ। আমাদের রিকশাওয়ালা মুহাঃ ইব্রাহীম। তরুণ। হাসি-খুশি। বৌদ্ধবিহার অতিক্রম করে পাঁচ মিনিট পরেই আমাদের নিয়ে থামলো ইব্রাহীম। অপূর্ব, অসাধারণ! নাফ নদীর এই সৌন্দর্য দেখে সত্যি মুহূর্তেই বিমোহিত আমরা। নদীর পাড়ে দোতলা সাদা রেস্ট হাউজ, নির্মাণ কাজ চলছে। তার সামনেই জেটি। নদীর ওপাড়ে অসম্ভব সুন্দর পাহাড়। বার্মার অংশে পড়েছে। নদীতে নৌকা চলছে। মাছ ধরছেন কয়েকজন জেলে। স্থানীয় এক জেলে জানালেন মজার তথ্য। নাফ নদীর দুই-তৃতীয়াংশ নাকি বাংলাদেশের ভাগে পড়েছে।

১.০০ (দুপুর) : রিকশাওয়ালা ইব্রাহীম এবার আমাদের নিয়ে থামলো বৌদ্ধবিহারের সামনে। বড় একটা সাইনবোর্ডে হলুদ রঙে লেখা নেভ: ঢে: বৌদ্ধ বিহার। পাহাড়ের মাঝখানে তিনটি খোপ কাটা জায়গা দেখিয়ে ইব্রাহীম বলল, ওটা বৌদ্ধদের মন্দির ছিলো। আগন্তুক ভেবে জড়ো হয়েছে একদঙ্গল শিশু। অধিকাংশই উলঙ্গ। খুব হাসি-খুশি। গ্রামের নাম নাইত্তম পাড়া। কয়েকশ' বছর আগের পুরনো বৌদ্ধবিহার ঐতিহাসিক স্থান। যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণের কোনো লক্ষণ নেই। ছোট শিশুরা জানালো পাহাড়ের ওপর বৌদ্ধের মূর্তি আছে। তারাই উদ্যোগী হয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আমাদের। খাড়া পাহাড়ের ওপরে উঠে অন্যরকম অনুভূতি। পাহাড়ের ওপর থেকে নাফ নদী এবং ওপারের বার্মার পাহাড়। সে এক মায়াবী মুহূর্ত। সর্ব উঁচুতে বড় একটি কুয়োর মতো। তার পাশেই বড়ো মূর্তির মতো পড়ে আছে। তাতে লেখা STATUE OF THE

মাঝ সমুদ্র থেকে ধরে আনা হয়েছে এসব মাছ

পান বিক্রির হাটে। পান যাবে সারা দেশে

নাফ নদীর একপাড়ে বাংলা ওপাড়ে বার্মা

টেকনাফ চৌরাস্তা বেহাল অবস্থা

BUDHAH AND NAGAN DAW DATT PAGODA. নিচে এক জায়গায় লেখা থেকে জানা গেল, উনিশ শতকের শুরুর দিকে অজ্ঞাত লোকজন এটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে।

২.০০ : বাংলাদেশের সর্বশেষ প্রান্ত টেকনাফ বিচ। জিরো কিলোমিটার লেখা মাইলফলক থেকে সিকি মাইল এগুতেই সি বিচ। বিচের প্রবেশ মুখে তিনটি রেস্টুরেন্ট। বামপাশে বিশাল হ্যাচারি। বিচে মাছ ধরা সাত আটটি নৌকা চরে ভিড়ানো। জেলেরা নৌকায় বসে জাল থেকে মাছ এবং কাঁকড়া ছাড়াচ্ছে। সবাই ব্যস্ত। কয়েকটি নৌকা তীরে টেনে তুলছে দশ বারোজন লোক। নৌকা ডাঙায় ওঠানোর জন্য নৌকার তলায় চাকা লাগানো হয়েছে। মাছ বাছাইয়ে ব্যস্ত এক জেলেকে জিজ্ঞেস করলাম 'কখন মাছ ধরতে গিয়েছিলেন'। 'ভোর পাঁচটায়।' উত্তর দিলেন তিনি। তিনিই জানালেন দু'ঘন্টা চালিয়ে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় সেখানেই তারা মাছ ধরেন। আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। সমুদ্রের অবস্থা নাকি উত্তাল। জিজ্ঞেস করি আবহাওয়ার খবর জানেন কীভাবে? সঙ্গে রেডিও আছে? 'না, তবে আবহাওয়ার খবর শুনেই সাগরে নামি।'

সারি বাঁধা সাম্পান। এখান থেকেই সেন্টমার্টিন যাওয়া যায়

৩.৩০ (বিকেল) : গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। তা উপেক্ষা করেই ছুটলাম মাথিনের কূপ দেখতে। রিকশাওয়ালা সরাসরি আমাদের নিয়ে প্রবেশ করলেন টেকনাফ থানার ভেতরে মূল ভবনের সামনে। দু'জন পুলিশ টহল দিচ্ছেন থ্রি নট থ্রি রাইফেল হাতে। থানার ঠিক সামনে এক কোণায় মাথিনের কূপ। নীল এবং হলুদ রঙ দিয়ে রাঙানো হয়েছে কূপ। কূপের মুখে এক প্রকার লোহার নেট। কূপের পাশেই বড় সড় দেয়ালে মাথিনের অমর প্রেম কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা। কূপের নিচের বেড় দেয়া জায়গায় বড়ো করে লেখা 'ঐতিহাসিক মাথিনের কূপ'। পর্যটকদের সুবিধার্থে স্থানীয় প্রশাসন মাথিনের প্রেম কাহিনী কূপের পাশের দেয়ালে লিখে রেখেছেন। পুরো ঘটনা জানার পর যেন মনই খারাপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম হোটেলে।

৪.০০ : দুপুরের খাওয়া হয়নি। খাওয়া দরকার। টেকনাফে সব বিখ্যাত হোটেল। ক্যাফে কস্তুরি, শেরাটন, সুন্দরবন। চন্দন বলল শেরাটনেই লাঞ্চ করব। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। হোটেল শেরাটনের খাবারের মান আর সার্ভিস পেয়ে তো মন বিগড়ে যাওয়ার অবস্থা। বৃষ্টি থামার কোনো নাম নেই। শেরাটনের পাশেই কক্সবাজারের টিকিট কাউন্টার। পাঁচটার কোচে টিকিট নিলাম আমরা!

৪.৪৫ (বিকেল) : বৃষ্টি ঝরছেই। আকাশের মেঘ দেখে মনে হলো বৃষ্টি বুঝি আর থামবে না। হোটেলের পাট চুকিয়ে আমরা আশ্রয় নিয়েছি ১৬৫ নং লালবোটে। গাড়িতে ওঠার আগেই ভিজে অবস্থা ছানাবড়া। বৃষ্টিতে ভিজেই অনেকে কেনাকাটা করছে। দোকানের সামনে আশ্রয় নিয়ে নিয়েছে চলতি পথের মানুষ। ঘড়ির কাঁটা জানান দিলো পাঁচটা। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, ড্রাইভারও এসে হাজির। গাড়ি চলছে কক্সবাজারের উদ্দেশে।

৫.৩০ : বৃষ্টি যেন আমাদের পেয়ে বসেছে। গাড়ি ছুটছে তা উপেক্ষা করেই। গাড়ির গতি কম। দিনের আলো কমে আসছে। আঁকাবাঁকা রাস্তার পাশের পাহাড়, গাছপালা দেখে চোখ তৃপ্তিতে ভরে যায়।

৬.০০ (সন্ধ্যা) : উখিয়া থানায় এসে পড়েছি আমরা। স্থানীয় হাটবার। লোকজন রাস্তার দু'পাশে বৃষ্টিতে ভিজে কেনাকাটা করছে। রাস্তায় ছোটখাট জ্যাম। গাড়ি থেমে পড়েছে। হেলপার বাস থেকে নেমে রাস্তার রিকশা আর লোকজন তাড়িয়ে ফাঁকা করছে। গাড়ি আবার চলছে। একটু এগুতেই হঠাৎ আবার থামানো হলো গাড়ি। ব্যাপার কি? চোখে পড়ল সীমান্ত বিডিআর চেক পোস্ট। মিজান নামের বিডিআর জওয়ান গাড়িতে উঠেছে। সে এদিক ওদিক কড়া দৃষ্টিতে কী যেন দেখছে। সামনের যাত্রীদের কোনো কিছুই চেক না করে সরাসরি চলে গেলেন পেছনের দিকে। কিছুই পাননি তিনি। নেমে যাওয়ার আগে আরেকবার পুরো বাসের যাত্রীদের দিকে কি ভেবে যেন তাকালেন। গাড়ি চলছে।

৭.০০ (সন্ধ্যা) : রাতের আঁধার যেন একটু তাড়াতাড়িই নেমে এসেছে। রাস্তার দু'ধারের জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির তেজ কমে এসেছে। আবার বাস থেমেছে। হেডলাইটের আলোতে মাইলফলকে চোখে পড়ল মরিচা বাজার রামু পুলিশ, বিডিআর যৌথ চেকিং পোস্ট। সাইনবোর্ডে লেখা জেলা চোরাচালান দমন কমিটি। রাস্তার পাশে চারজন পুলিশ এবং বিডিআর দাঁড়িয়ে আছে। একজন বিডিআর গাড়িতে উঠে সরাসরি চলে গেলেন পেছনে। অবাক হলাম। এবার দিয়ে চতুর্থবার চেকিং হচ্ছে। কিন্তু একবারও আমাদের ব্যাগপত্র কিছুই চেক করা হলো না। গাড়ি ছুটছে। গতি বেড়েছে।

৮.০০ রাত : মুষলধারে বৃষ্টি। গাড়ি এসে ভিড়েছে কক্সবাজার বাস টার্মিনালে। এবং শেষ হলো চব্বিশ ঘণ্টা যোগ একঘন্টার সফর।